International Peer Review Journal
ISSN 2321-7340(Print) & E-Journal Virson

মাটির সংস্কৃতির উৎস সন্ধানে—

লোক-উৎস

(The Source of Folk)
E-Journal Virson
Vol.-1: Issue-1: 2022

মুখ্য সম্পাদক
ড. পরিমল বর্মণ

উপ্‌জনভুই পাবলিশার্স
মাথাভাঙ্গা * কুচবিহার

লোক-উৎস, ১ম সংখ্যা # *E-Journal*_107

সাঁঝপুজুনিদের ছড়া : একটি লুপ্তপ্রায় লোক সংস্কৃতি

অন্তরা ব্যানার্জি, গবেষক
কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়

'সংস্কৃতি' শব্দটির আভিধানিক অর্থ সংস্কার, অর্থাৎ পরিমার্জন করা হয়েছে যার। কিন্তু সংস্কৃতির এই আভিধানিক অর্থের সঙ্গে প্রায়োগিক কৃৎকৌশলের প্রভূত বিরোধ আমরা দেখতে পাই। হুমায়ুন কবির সংস্কৃতিকে বলেছেন "expression of life"[১]। আর এখানেই আভিধানিক অর্থের সীমাবদ্ধতা। পরিমার্জন করার কথা বলা থাকলেও বস্তুত প্রান্তিক জনজীবনে বয়ে চলা কৃষ্টিপ্রবাহ সংস্কারপ্রবণ নয়। যে কোনও জনজাতির জীবনের নির্যাস হলো তার সংস্কৃতি, সামগ্রিক অভ্যাসে ও আবেগে বাঁধা জীবনশৈলীর একটি সুর। ফলত অবিকৃত উপস্থাপনাতেই তার সার্থকতা। আর তাই সংস্কার ব্যতিরেক স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশেই আছে লোকায়তের সুপ্রাচীন ধারার যথার্থ সংরূপটি।

সভ্যতা এবং সংস্কৃতির এক নিবিড় যোগ থাকলেও তারা ভিন্ন দ্যোতনা বহন করে। ডক্টর ওয়াকিল আহমেদ বলেছেন, "সভ্যতা হল বিশেষ জীবন সংস্থা আর সংস্কৃতি হল নির্বিশেষ জীবন প্রকাশ"[২]। সভ্যতার মধ্যেই থাকে সংস্কৃতির অনুসন্ধান। তাই বলা যায় বাংলার লোকায়ত জীবনের চিহ্ন সূচক রূপ ও আদর্শই হল বাংলা লোকসংস্কৃতি।

বাংলা লোকসংস্কৃতির সুলুক-সন্ধান করতে গেলে আমরা নানান বৈচিত্র্য পাই। যার মূল কারণ বাঙালি জাতির সংস্কৃতির গড়ে ওঠার পিছনের কাঠামোর বহুরৈখিকতা। ভাষা পরম্পরার ধারাবাহিক বিবর্তনসহ একাধিক জনগোষ্ঠীর বিমিশ্রণে এই সংস্কৃতির সৃষ্টি। তাই এর বাঁক ও বিন্যাসেও আছে বহুবিকল্প।

রাঢ়বঙ্গের লোকসংস্কৃতির কথা বলার আগে বলা প্রয়োজন মূলত বীরভূম, বর্ধমান-বাঁকুড়া-হুগলীর কিছু অংশ ও মুর্শিদাবাদের একাংশের সংযোগে রাঢ়বঙ্গের অবস্থান। রাঢ় অর্থাৎ লালমাটির এই অঞ্চলটিকে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র বলা হয়। এই অঞ্চলকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ভাদু, তুসু, ইতু, লেটো, ছৌনাচ, ঝুমুর, পট, ব্রতকথাসহ ইত্যাদি নানান প্রথা বাংলা ও বাঙালির জনজীবনের শিকড়ের সঙ্গে মিশে আছে। ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের কুপ্রভাবে এর কর্ষণ আজ লুপ্তপ্রায়। যে কোনও জাতির

স্বতন্ত্রতার মানদণ্ড নির্ণীত হয় তার ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে। বাংলা লোকসংস্কৃতির ধারাতেও তাই এই ঐতিহ্যের সুগভীর তাৎপর্য রয়েছে।

আলোচ্য প্রবন্ধে সাঁঝপুজো নিয়ে আলোচনা করা হল। রাঢ়ের লোকায়ত সংস্কৃতিগুলির মধ্যে ব্রতকথার ছড়াছড়ি। তার মধ্যে অন্যতম হল সাঁঝপুজোর ব্রত। রাঢ়ের গুসকরা, গলসী, খানা, অভিরামপুর, ভাতার, মঙ্গলকোট সহ পূর্ববর্ধমান সংলগ্ন প্রায় সমস্ত গ্রামাঞ্চলেই কম বেশী এই ব্রতর প্রচলন ছিল।

মূলত বছর দশ-বার'র গণ্ডী না পেরোন' শিশুকন্যারা, এই ব্রতর অংশীদার। উৎসবটির নাম মূলত 'সাঁঝপুজো' আর যে এটি পালন করে তাকে বলা হত 'পুজুনি'। লোকশ্রুতিতে 'পুজুনি' শব্দে স্বরসঙ্গতি এবং অন্তব্যঞ্জনাগমের প্রকোপেই 'পুজো' শব্দের এই পরিবর্তন যা রাঢ়ী লোকভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সাঁঝপুজুনির পালনকাল চার বছর। শেষ বছরে উদযাপন। অঘ্রাণ মাস জুড়ে প্রতি রবিবারের সন্ধ্যায় এই ব্রতর আয়োজন অতি সামান্য। গৃহস্থালির দৈনন্দিনের উপকরণ যেমন – আতপ চাল, নারকেল, গুড়, চিঁড়ে এইই তার নৈবেদ্য। সাজসজ্জায় দুব্বোঘাস, শরের গোছ, তুলসি, অপরাজিতার শুঁটি, ফুলের সাজি ইত্যাদি। অঞ্চলভেদে উপাচারের সামগ্রী পরিবর্তনীয়। আসলে এই পরিবর্তন নির্ভর করে সেই অঞ্চলের মানুষের উপার্জন এবং স্থানীয় উপকরণের সহজলভ্যতার ওপর। লোকসংস্কৃতির মূল প্রবণতাটিই যেহেতু নিয়মের নিগড়ে বাঁধা না পড়া লোকাচার, তাই নির্মল সহজ আনন্দই এর উদ্দেশ্য।

সাঁঝপুজোর ব্রততে কোনও মন্ত্র নেই। আছে মুখে মুখে বয়ে চলা কিছু ছড়া। ছোট্ট বালিকাটি দলবদ্ধ আসরে বা একাকী ব্রতপালন কালে যখন এই ছড়াগুলি সুরেলা ভঙ্গিতে গেয়ে ওঠে, তখন সেই ছড়ার অন্ত্যমিলে একাত্ম অনাবিল খুশিতেই ছড়ার কাব্যসৌন্দর্য ধরা পড়ে। তার বিশ্লেষণে আলাদা করে কোনও তত্ত্বাশ্রয়ী সংজ্ঞার প্রয়োজন পড়ে না, "হৃদয়সংবাদের"[৩] সাধারণীকরণের দর্শনটিই প্রকট হয় কেবল। গৃহস্থের কল্যাণ, চরিত্রসাধন, সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রকৃতিপ্রেমই এই এই লোকাচারের মূলকথা।

সংসারের নিত্যপ্রয়োজনীয় একাধিক সামগ্রী যেমন কুলো, হাতা, ঢেঁকি, গোয়ালঘর, রান্নাশাল, শাঁখ, কাজল-লতা ইত্যাদি নানাকিছুর আলপনায় সাঁঝপুজুনির থান-কে

(স্থানকে) চিত্রিত করার প্রথা ছিল। সরাসরি প্রকৃতির সঙ্গে এই ব্রতকথার সমন্বয়, সেহেতু এইধরনের উৎসবে বারবার গাছগাছালি এবং পশুপাখির উল্লেখ পাই। সাঁঝপুজুনির আলপনাতেও তাই সংসারের নানান দ্রব্যের পাশাপাশি অশ্বথ গাছ, গঙ্গা-যমুনা, চাঁদ-সূর্যের সঙ্গে পাখি কিম্বা বিড়ালরাও ঠাঁই পেয়েছে।

ছোট মেয়েটির নন্দন শৈলীতে ফুটে ওঠা এক-একটি ছবি ও তার অনুসঙ্গে নানান ছড়ার মধ্যে ছিল অভিনব কৌশল। ঘট প্রতিস্থাপন করে তাতে আমপল্লব, কলা প্রভৃতি সাজিয়ে, প্রদীপ জ্বেলে প্রতিটি ছবিতে হাত রেখে ছড়াগুলির ছন্দে মুখরিত হয়ে উঠত সেকালের মেয়েরা।

যেমন গঙ্গা-যমুনাকে কেন্দ্র করে –

"গঙ্গা-যমুনা যোড় হই,
সাত ভাইয়ের বোন হই,
সাবিত্রীর সমান হই"[৪]

ঘটকে কেন্দ্র করে –

" ঘট ঘট পূজন
সোনার থালে ভোজন "[৫]

রান্নাঘরকে নিয়ে –

"সোনার থালে ক্ষীরের নাড়ু,
শাঁখের আগে সুবর্ণের খাঁড়ু "[৬]

ঢেঁকিকে নিয়ে –

"ঢেঁকি পড়ন্ত, গাই বিয়ন্ত, উনুন জ্বলন্ত।
কালো ধানে রাঙা পুতে,
জন্ম যায় যেন এয়োস্ত্রীতে। "[৭]

ঢেঁকি নিয়ে অঞ্চল ভেদে সাঁঝপুজুনির অন্য ছড়াও পাওয়া যায়।

" ঢেঁকি ঢেঁকি ঢেঁকি
সতীন মরে নিচেয় আমি উপুর থেকে দেখি "[৮]

কুলগাছ নিয়ে –

"কুলগাছ কুলগাছ ঝেঁকুটি, সতীন মায়ের পেঁকুটি।" [৯]

এই ছড়াটির পাঠভেদে আরও দুটি লোকশ্রুতি আছে।

কোথাও বলে,

"কুলগাছটি ঝেঁকড়ী, সতীন বেটি কেঁকড়ী।" [১০]

আবার কোথাও,

"কুলগাছটি ঝেঁকুড়ী, সতীন আবাগী খেঁকুড়ী
ঢেঁকিশালে শুলো। আর ঠুস করে মলো।" [১১]

অশ্বথগাছ নিয়েও ছড়ার রকমফের আছে। যেমন –

এক।

" অশ্বথ তলায় বাস করি।
সতীন কেটে আলতা পরি।।
সাত সতীনের সাত কৌটা।
তার মাঝে আমার একটি অবভরের কৌটা।।
অবভরের কৌটা নাড়ি চাড়ি।
সাত সতীনকে পুড়িয়ে মারি।।" [১২]

দুই।

"সাত সতীনের সাতটি কেটো
আমার একটি নব কেটো,
অশ্বথটি যখন নড়ে,
সাত সতীনের মুখটি পোড়ে "[১৩]

সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে এই স্থানীয় বর্ণ কিভাবে এই ছড়াগুলির পরিবর্তনকে প্রভাবিত করেছে।

আরও কিছু ছড়া যেমন বিড়াল বা পাখি নিয়ে, তাতেও আছে পাঠভেদ। পাখির ছড়াটি কোথাও শুনি-

" সো পাখি সো পাখি
আমি যেন হই জন্মসুখী।"[১৪]

আবার কোথাও,

"পাখি পাখি পাখি
সতীনকে গঙ্গা নিয়ে যাক আমি বসে বসে দেখি।"[১৫]

বিড়ালের ছড়ায় কোথাও শুনি –

"উদবিড়ালী খুৎখা,
স্বামী রেখে সতীন খা "[১৬]

আবার কোথাও –

"উদবিড়ালে খুদ খায়,
চালে বসে গীত গায়
স্বামীকে ছেড়ে সতীন যায় "[১৭]

সমস্ত মন্ত্র তথা ছড়াপাঠ শেষ হলে অপরাজিতার শুঁটি নিয়ে একটি উপাচারে এই ব্রতর সমাপ্তি। দুটি অপরাজিতার শুঁটিকে পাশাপাশি রেখে তাদের 'ডোমনা' এবং 'ডোমনি'র নামে নামকরণ করা হয়ে থাকত। ডোমনি নিধনই মূল উদ্দেশ্য। এর ছড়াটি ছিল-

"ডোমনা ডোমনি কিসকে,
উলো চালুনি বুনসে,
ডোমনা কোথায় গেছে,

ডোমনা গেছে হাটে,
ডোমনাকে রেখে দিয়ে ডোমনিকে ঢিস " [১৮]

'ঢিস' বলার সঙ্গে সঙ্গেই অপেক্ষাকৃত ছোট অপরাজিতার শুঁটিটিকে অর্থাৎ ডোমনিকে মাঝখান থেকে ছিঁড়ে ফেলা। এভাবেই ব্রত শেষ।

ডোমনিকে নষ্ট করে ফেলার পিছনে নিশ্ছিদ্র সমাজসচেতনতা পরিলক্ষিত হয়। স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগে স্ত্রীর ওপর হওয়া অপরাধপ্রবণতার কথা তুলে ধরাই এই উপাচারের সূচীমুখ। পুরুষশাসিত সমাজে নারী নির্যাতনের কলঙ্কিত উপাখ্যানটি শিশুকন্যার বুলিতে ফুটে ওঠার প্রমাণ ভিন্ন এ আর কিছুই নয়। যেহেতু এইধরনের প্রথার সৃষ্টিলগ্নের ইতিহাস তার প্রবহমানতার মধ্যেই লুকিয়ে আছে তাই বিচ্ছিন্ন অনুমানের সমান্তরালে সমাজ ইতিহাসের ধারাটিকে দেখে এর সামগ্রিকতাকে উপলব্ধি করতে হয়। সমাজের অন্তঃজ শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে এই অপরাজিতারুপী ডোমনি আমাদের কাছে হাজির হয়েছে। বর্ণকৌলিন্যের যূপকাষ্ঠে দলিত সম্প্রদায়ের লাঞ্ছনার জীবন্ত দলিল এই লোককথার ছড়াটিতে আড়াল হয়ে আছে।

তৎকালীন গ্রাম্যজীবনে শিক্ষার অনগ্রসরতা থাকায় প্রতিবাদের ধারণাটিই সমাজের অভিধানে স্পষ্ট ছিল না। তাই এহেন লোকশিক্ষাই ছিল তার মাধ্যম। আপাতভাবে ছড়াগুলির মধ্যে বিদ্বেষমূলক বিবৃতি থাকলেও তার গভীরে আছে নারী মনস্তত্বের গাঢ় অভিনিবেশ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রবন্ধের উক্তিটি এ প্রসঙ্গে দেখতে পারি। তিনি বলেছেন, " স্ত্রী লোকদের মধ্যে যে বহুল পরিমাণে যুক্তিহীনতা দেখা যায় তাহা বুদ্ধিহীনতার পরিচয় নহে। তাঁহারা যে জগতে থাকেন সেখানে ভালবাসারই একাধিপত্য। ভালবাসা স্বর্গের মানুষ। সে বলে, আমার অপেক্ষা আর কিছু কেন প্রধান হইবে? "[১৯] ।

শুধু তাইই নয়, নিন্দাকলুষ এই ছড়াগুলিতে আছে প্রত্যক্ষ জীবন যন্ত্রণার হদিশ। যার দ্বারা কুলীনপ্রথা তথা বহু বিবাহের উৎপীড়নে অতিষ্ঠ বধূদের প্রতিকূলতার অনুভূতির সঙ্গে একাত্ম হতে পারা যায়। তার বিপ্রতীপ অবস্থানে এই ছড়াগুলির মূলভাবে আছে

'sarcasm' তথা তীব্র কটূক্তির আভাস। প্রবন্ধের শুরুতেই সংস্কৃতি শব্দের বাচ্যার্থের যে দ্বন্দ্ব আমরা দেখেছি তা এখানে প্রমাণিত হয়। সংস্কারপ্রবণ নয় বলেই এই ছড়াগুলি লোকায়ত সংস্কৃতির প্রজন্মকে বয়ে নিয়ে চলেছে তার স্বীয় চর্চাকে ধারণ করে। এই উৎসবে একদিকে যেমন আছে নারীদের জীবন সংগ্রামের গ্লানি, ঠিক তার উল্টোদিকে গাঁথা আছে সেই নারীকুলেরই সৌকুমার্যের জয়কেতন।

শেষ বছরে ব্রত উদযাপন কালে তিনজন ব্রাহ্মণকে আহার করানোর রীতি ছিল। সঙ্গে যৌতুক স্বরূপ সাধ্যমত ধুতি বা চাদর দান। এই সমস্ত রীতির উপলক্ষে বালিকাদের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ গড়ে তোলা, সহানুভূতির বীজ বপন, সমাজের প্রতি দায়িত্ব এবং গৃহকর্মে নিপুণা করে তোলাই ছিল অভিসন্ধি। বৈচিত্র্যহীন গ্রামজীবনে স্বল্পশিক্ষার আলো পৌঁছনো অথবা না পৌঁছনো রমণীসমাজের দৈনন্দিন ক্লান্তি থেকে মুক্তির সন্ধানই এই ব্রত উৎসবের অবশেষ। প্রসারিত বাহুডোরে সকলকে বেঁধে নেওয়াই এই পালা-পার্বণগুলির উপপাদ্য।

এই সাঁঝপুজোকে শ্রুতি সৌকর্য করে সেঁজুতি ব্রতও বলা হয়ে থাকে। সেঁজুতি ব্রতটিকে আমরা সাহিত্যের পাতাতেও পেয়েছি। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গদ্যে কিম্বা আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'তে সত্যবতীর প্লটে সেঁজুতির প্রসঙ্গ এসেছে। সেখানে সত্যবতীর কণ্ঠেও আমরা বেশ কিছু ছড়া দেখি যা এই সকল ছড়ারই স্থানীয় বিনির্মাণ। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বাংলার ব্রত' প্রবন্ধে বলেছেন, " খাঁটি মেয়েলি ব্রতগুলিতে, তার ছড়ায় এবং আলপনায় একটা জাতির মনের, তাদের চিন্তার, তাদের চেষ্টার ছাপ পাই।" [২০]

বর্তমানে এই ডকুমেন্টেশনগুলিই এধরণের লোক ঐতিহ্যর একমাত্র আশ্রয়। শহুরে সভ্যতার হস্তক্ষেপে গ্রাম জীবনে আসছে পরিবর্তনের ছোঁয়া। যার স্পর্শে ফিকে হয়ে আসছে তার আনাড়ম্বর আতিথেয়তা। এই লোক-সংস্কৃতিগুলি যে প্রাচীনত্যের ধারক ও বাহক তাতে এর মধ্যে যেমন আছে সমাজ-মনস্তত্বের প্রবাহ, পাশাপাশি আছে বাংলা লোকভাষার শিকড়। যাকে রক্ষা না করলে পরিশীলিত সংস্কৃতি, তা শিল্প বা সাহিত্য যে ক্ষেত্রেই হোক না কেন, তার মাটিটুকু হারাবে। তাই এ'কথা মাথায় রেখে আমাদের সকলকেই এর সংরক্ষণের প্রতি দায়িত্বশীল হতে হবে যাতে লোকায়ত এবং লোকোত্তরের গাঁটছড়াটি আলগা না হয়ে যায়।

§ তথ্যসূত্র

১। Humayun Kabir, The Indian Heritage, Asia Publishing House, 1962, page- 37

২। ডক্টর ওয়াকিল আহমেদ, বাংলার লোকসংস্কৃতি, বাংলা একাডেমী (ঢাকা), ১৯৬৫, পৃষ্ঠা - ৭

৩। শ্যামাপদ চক্রবর্তী, অলঙ্কার-চন্দ্রিকা, প্রজ্ঞা বিকাশ, ২০১৯, পৃষ্ঠা - ২৫৮

৪। আশুতোষ মজুমদার, মেয়েদের ব্রত-কথা, দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা – ১০৯

৫। এই ছড়া রাঢ়ের গ্রামাঞ্চলের প্রৌঢ়াদের মুখে শোনা যায় । আমি সংগ্রহ করেছি পূর্ব-বর্ধমান জেলার বিল্বগ্রাম গ্রামপঞ্চায়েত এলাকার করুঞ্জী, ভাদা, ব্রজপুর গ্রামের মহিলাদের থেকে (যথাক্রমে রেবা রায়, ডলি চক্রবর্তী, মেনকা চ্যাটার্জী প্রমুখ)

৬। এই ছড়া রাঢ়ের গ্রামাঞ্চলের প্রৌঢ়াদের মুখে শোনা যায়। আমি সংগ্রহ করেছি পূর্ব-বর্ধমান জেলার বিল্বগ্রাম গ্রামপঞ্চায়েত এলাকার করুঞ্জী, ভাদা, ব্রজপুর গ্রামের মহিলাদের থেকে (যথাক্রমে রেবা রায়, ডলি চক্রবর্তী, মেনকা চ্যাটার্জী প্রমুখ)।

৭। শ্রী কালীকিশোর বিদ্যাবিনোদ সংকলিত শ্রী সুরেশ চৌধুরী কর্তৃক সংশোধিত, বৃহৎ বারোমেসে মেয়েদের ব্রতকথা, ২০১৪, পৃষ্ঠা – ১২৬

৮। আশাপূর্ণা দেবী, প্রথম প্রতিশ্রুতি, মিত্র ও ঘোষ প্রাঃ লিঃ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা – ৭১

৯। এই ছড়া রাঢ়ের গ্রামাঞ্চলের প্রৌঢ়াদের মুখে শোনা যায় । আমি সংগ্রহ করেছি পূর্ব-বর্ধমান জেলার গলসী গ্রামপঞ্চায়েত এলাকার সারুল, খানো, উড়ো গ্রামের মহিলাদের থেকে (যথাক্রমে চম্পা ব্যানার্জী, আলপনা দাস, নমিতা কুণ্ডু প্রমুখ)।

১০। আশুতোষ মজুমদার, মেয়েদের ব্রত-কথা, দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা – ১১৫

১১। আশুতোষ মজুমদার, মেয়েদের ব্রত-কথা, দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা – ১১৫

১২। আশুতোষ মজুমদার, মেয়েদের ব্রত-কথা, দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা – ১১০

১৩। এই ছড়া রাঢ়ের গ্রামাঞ্চলের প্রৌঢ়াদের মুখে শোনা যায় । আমি সংগ্রহ করেছি পূর্ব-বর্ধমান জেলার গলসী গ্রামপঞ্চায়েত এলাকার সারুল, খানো, উড়ো গ্রামের মহিলাদের থেকে (যথাক্রমে চম্পা ব্যানার্জী, আলপনা দাস, নমিতা কুণ্ডু প্রমুখ)।

১৪। শ্রী কালীকিশোর বিদ্যাবিনোদ সংকলিত শ্রী সুরেশ চৌধুরী কর্তৃক সংশোধিত, বৃহৎ বারোমেসে মেয়েদের ব্রতকথা, ২০১৪, পৃষ্ঠা – ১২৮

১৫। আশুতোষ মজুমদার, মেয়েদের ব্রত-কথা, দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা – ১১৪

১৬। এই ছড়া রাঢ়ের গ্রামাঞ্চলের প্রৌঢ়াদের মুখে শোনা যায়। আমি সংগ্রহ করেছি পূর্ব-বর্ধমান জেলার গলসী গ্রামপঞ্চায়েত এলাকার সারুল, খানো, উড়ো গ্রামের মহিলাদের থেকে (যথাক্রমে চম্পা ব্যানার্জী, আলপনা দাস, নমিতা কুণ্ডু প্রমুখ)।

১৭। এই ছড়া রাঢ়ের গ্রামাঞ্চলের প্রৌঢ়াদের মুখে শোনা যায় । আমি সংগ্রহ করেছি পূর্ব-বর্ধমান জেলার বিল্বগ্রাম গ্রামপঞ্চায়েত এলাকার করুঞ্জী, ভাদা, ব্রজপুর গ্রামের মহিলাদের থেকে (যথাক্রমে রেবা রায়, ডলি চক্রবর্তী, মেনকা চ্যাটার্জী প্রমুখ)

১৮। এই ছড়া রাঢ়ের গ্রামাঞ্চলের প্রৌঢ়াদের মুখে শোনা যায়। আমি সংগ্রহ করেছি পূর্ব-বর্ধমান জেলার গলসী গ্রামপঞ্চায়েত এলাকার সারুল, খানো, উড়ো গ্রামের মহিলাদের থেকে (যথাক্রমে চম্পা ব্যানার্জী, আলপনা দাস, নমিতা কুণ্ডু প্রমুখ)।

১৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লোকসাহিত্য, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা - ৪৩

২০। শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলার ব্রত, বিশ্বভারতী, ১৪০২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা – ৬